প্রসঙ্গ: মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনী কোটা

মোঃ আতিকুর রহমান লাবু

১৯৯৭ সাল মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সাল ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৭ম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোনো টেস্ট প্লেয়িং কান্ট্রির বিপক্ষে (পাকিস্তান) আমাদের প্রথম বিজয় অর্জিত হয়। এই দুটো অর্জনের পথ ধরে বাংলাদেশ ২০০০ সালে ক্রিকেটের টেস্ট প্লেয়িং কান্ট্রি হবার যোগ্যতা অর্জন করে। জাতি হিসেবে আমাদের যে কয়টি অর্জন তার মধ্যে এটি একটি। এখন এই অর্জনের পিছনে যেসব ক্রিকেটারদের অবদান ছিলো তাঁদের সন্তান বা নাতী-নাতনীদের জাতীয় ক্রিকেট দলে সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে যদি কোটা সুবিধা দেয়া হয় সেটা কি ঠিক হবে? যোগ্যতার প্রশ্নে আপোষ করা শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়।

মুক্তিযোদ্ধারা অনেক কষ্ট করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, জীবন দিয়ে আমাদের এই দেশটি স্বাধীন করেছেন। এজন্য জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের স্মরণ করবে। চাকুরী ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতী-নাতনীদের জন্য ৩০% কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আমাদের সংবিধানে সমাজের অনগ্রসর অংশকে বাড়তি সুবিধা দিয়ে সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য কোটার কথা বলা আছে। যেমন, মহিলা কোটা, আদিবাসী কোটা, প্রতিবন্ধী কোটা। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতী-নাতনীরা কি সমাজের অনগ্রসর অংশ?

বিসিএসের বিভিন্ন ধাপে (প্রিলিমিনারী, লিখিত, সাইকোলজিক্যাল, মৌখিক) উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোটা সুবিধা দেবার প্রচলন ছিল এতদিন। অর্থাৎ ন্যূনতম যোগ্যতা আছে এমন প্রার্থীদের কোটা সুবিধা দেয়া হতো। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রার্থী পাওয়া যায় না তাই পদ ফাঁকা থেকে যায়। এজন্য এবার প্রিলিমিনারী পর্যায় থেকে কোটা বিবেচনা করা হয়েছে। এর অর্থ হলো ন্যূনতম যোগ্যতার আর প্রয়োজন নেই। এখন থেকে অযোগ্য প্রার্থীরাও বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ পাবে। মুক্তিযোদ্ধারা এটা চেয়েছিলেন তা আমি মনে করি না। তাঁরা নিশ্চয়ই দেশে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেননি। বরং বৈষম্য দূর করে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়েই তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাহলে ন্যূনতম যোগ্যতা-হীন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতী-নাতনীদের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ দিয়ে কোন সামাজিক বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করছি আমরা?

কোটা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতী-নাতনীদের চাকুরীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে দুই বছরের বাড়তি সুবিধা দেয়া হয়েছে। তারা সবাই চাকুরী করবে এমন তো নয়। যারা ব্যবসা বা কৃষিকাজ করছে তাদের কি কোনো সুবিধা দেয়া হচ্ছে? মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হলেন ৩০ লক্ষ। মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট আছে হয়তো ৩ লক্ষ জনের। শুধু এই ৩ লক্ষকে কোটা দেয়া হচ্ছে। শহীদ পরিবারগুলোকে কোনো কোটা দেয়া হচ্ছে না। যাঁরা জীবন উৎসর্গ করল তাঁদের জন্য কিছু নাই।

কোটা সুবিধা যতদিন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পর্যন্ত বলবত ছিল ততদিন সেভাবে প্রতিবাদ আসেনি। কিন্তু নাতী-নাতনীদেরও কোটা সুবিধার আওতায় এনে অবস্থা জটিল করে ফেলা হয়েছে। কারো

নানা মুক্তিযোদ্ধা আর দাদা যদি রাজাকারও হয় সে কোটা সুবিধা পাবে। তাছাড়া সার্টিফিকেট-ধারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা যদি ৩ লক্ষ হয় (সঠিক সংখ্যা জানি না), আর তাঁদের দুটি করে সন্তান থাকে তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান সংখ্যা হবে ৬ লক্ষ। এই ৬ লক্ষের আবার দুটি করে সন্তান থাকলে সার্টিফিকেট-ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের ১২ লক্ষ নাতী-নাতনী থাকার কথা। সেক্ষেত্রে আগামী ত্রিশ বছরে ত্রিশটি বিসিএসের মাধ্যমেও এই বিপুল সংখ্যক কোটা-ধারীর স্থান সংকুলান করা যাবে না।

কোটার নামে অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে প্রকারান্তরে দেশের ক্ষতি করা হচ্ছে বলে আমার ধারনা। এবং এই ক্ষতিটা করা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে। জীবন বাজি রেখে যে দেশটি তাঁরা স্বাধীন করেছিলেন প্রশাসনকে মেধা-শূন্য করার মাধ্যমে সেই দেশের বড় একটি ক্ষতির কারণ হতে তাঁদের আপত্তি থাকার কথা। আসলে, সুবিধা নিয়ে শ্রদ্ধেয় থাকা যায় না।

আমি এমন একজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিনি যাঁর মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নেই। উল্টো চিত্রও আছে। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট-ধারী। অর্থের বিনিময়েও মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট অর্জিত হয়েছে। এরকম প্রশ্নবিদ্ধ একটি সনদের কারণে উত্তরাধিকারীরা বংশ পরম্পরায় কোটা সুবিধা পেতে থাকবে এটি কোনো কাজের কথা না। আমাদের ভেবে দেখতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ভাঙ্গিয়ে প্রকারান্তরে পুরো জাতীর সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে কিনা। ভেবে দেখা দরকার এই কোটা প্রথা প্রশাসনকে দলীয়করণের কোনো কৌশল কিনা। বাবা-মা, নানা-নানী বা দাদা-দাদীর মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়টুকু কোনো রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা পুরো দেশের জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। শুধু পরিবারের জন্য নয়।

কাজেই মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান থেকে শুরু করে বংশ পরম্পরায় নাতী-নাতনীদের জন্য কোটা সংরক্ষণের এই প্রথা সংশোধনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহল আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা করছি।